যুগান্তর

তারিখ ... 18 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

পথশিশুদের শিক্ষার ভার নিক মাদ্রাসা

মঈন চিশতী

'খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কোরআনা ওয়াআল্লামাহু'। নবী (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যে নিজে কোরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়। কিন্তু কেন যেন আমরা অধ্যাপক হতে চাই মোহাদ্দেস মুফাসসির হতে চাই কিন্তু কোরআনের খাদেম হয়ে শ্রেষ্ঠ হতে চাই না। কারণ কোরআনের খাদেমগুলো সমাজে বড়ই অবহেলিত। অথচ তারা হাদীসে রাসূলের (সা.) ভাষ্যমতে, শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়। কেউ সম্মান দিক বা না দিক রাসূল তো দিয়েছেন। কেউ আসুক বা না আসুক একা হলেও এপথে এগিয়ে যেতে হবে। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে'। সত্যের পথে একা হলেও হাঁটতে হয় কেন না এটাই মুক্তির পথ।

যাত্রাবাড়ী থেকে ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে শহরে ঢুকতে গেলে দেখা যায়, আইল্যান্ডে বসে শিশুরা পলিথিন নাকে ও মুখে ভরে পরম তৃপ্তিতে কী যেন টানছে। বোঝাই যাচ্ছে তারা বেশ মজা পাচ্ছে। সঙ্গের বন্ধুটি সাহসী হওয়ায় সে ওদের তাড়িয়ে দিল। জানতে চাইলাম, কী করছিল ওরা। বন্ধুটি বলল, জুতার আঠা দিয়ে তৈরি মাদক গ্রহণ করছিল ওরা। বিস্মিত হলাম, কত ধরনের মাদকের নাম শুনেছি কিন্তু জুতার আঠা দিয়েও যে নেশা করা যায়, আমার তা জানা ছিল না। বন্ধু বলল, দামে কম ও সহজলভ্য হওয়ায় বস্তির শিশু ও টোকাইদের কাছে এটি বেশ জনপ্রিয়। শুনে বেশ খারাপই লাগল। আমাদের দেশের বস্তির সন্তান ও পথশিশুরা কত অমানবিকভাবে বেড়ে উঠছে। প্রতিটি মানুষের মনেই কিছু না কিছু স্বপ্ন থাকে। আগামীর দিনগুলো সুন্দর ও নিরাপদে যাপনের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলি আমরা সবাই। এক কথায় স্বপ্ন নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে। শৈশবের উচ্ছল সেই দিনগুলো থেকে জীবনের চরম মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিনিয়তই স্বপ্ন দেখে যায় মানুষ। কিন্তু আমাদের এ দেশে, এ শহরেই এমন অনেক মানুষ বসবাস করে, যারা স্বপ্ন দেখতে জানে না। স্বপ্নচারী প্রেসিডেন্ট এপিজে আবদুল কালামের ভাষায়, 'তুমি ঘুমিয়ে যা দেখ তা স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন তো সেটা যেটা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না'। ঠিক এই বিশ্বাসের কারণেই একজন সাধারণ ঘরের সন্তান হয়েও তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশের প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা শরণার্থী পিতার সন্তান হয়েও শৈশবে প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। স্কুলের শিক্ষকরা তার জীবনের লক্ষ্য কী জানতে চাইলে বলতেন আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে চাই। কিন্তু আমাদের এই স্বপ্নের বাংলাদেশের শিশুরা কি তেমন স্বপ্নচারী বা আমরা কি তাদের সে স্বপ্ন দেখাই? প্রতিটি শিশুকে আমাদের জীবনঘনিষ্ঠ ধর্মীয় সামাজিক রীতিনীতি পারিবারিক ঐতিহ্যসমৃদ্ধ স্বপ্ন দেখাতে হবে। আমরা যে বিশ্বাসকে ধারণ করে চলি তা হল ইসলাম। ইসলাম এবং ইসলামই এই দেশের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। ইসলামের মূলমন্ত্র হল কালামে পাক। এক সময় ঘরে ঘরে কোরআন তিলাওয়াতের চর্চা ছিল। এমন কোনো ঘর ছিল না যেখানে ফজরের পর কোরআনের সুললিত তিলাওয়াতের আওয়াজ শোনা যেত না। পাড়া-মহল্লায় ফ্রি ফোরকানিয়া মক্তব ছিল। ধর্মীয় সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে ব্যক্তি-সংস্থার পক্ষ থেকেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা হতো। এখন এই দায়বদ্ধতা ছেড়ে সঙ্গীত ললিতকলাকে আমরা পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে চলছি। নগরের কমিউনিটি সেন্টারে গেলে দেখবেন সেখানে সঙ্গীত ললিতকলা শেখার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। ফলে শিশুরা উচ্ছন্নে যাচ্ছে। ভবিষ্যতের সুন্দর কোনো কল্পনা এদের যেমন উজ্জীবিত করে না, তেমনি স্বপ্ন ভাঙার বেদনাও স্পর্শ করে না তাদের অনুভূতিকে। হ্যাঁ, আমি এ শহরের এমন শিশুদের কথাই বলছি যাদের আমরা নাম দিয়েছি পথশিশু। সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এদের পথকলি নামকরণ করে গান লিখেছিলেন, রাজধানী ঢাকাতেই কয়েক লাখ পথশিশু রয়েছে, যাদের অধিকাংশ বেড়ে ওঠে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত সভ্যতাহীন অসুস্থ পরিবেশে। ফলে এরা বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। আর কিছু শিশুকে ব্যবহার করা হয় শ্রমিক হিসেবে। যা দেশীয় ও ধর্মীয় উভয় আইনেই নিষিদ্ধ। বঞ্চিত থাকার ফলে এসব শিশুর মাঝে মানবিকতার মৌলিক গুণগুলোও বিকশিত হয় না।

> রাজধানী ঢাকার প্রতিটি মহল্লায় একাধিক মসজিদ ও মাদ্রাসা রয়েছে। কয়েকটি ওয়ার্ড মিলে দাওরা সমমানের মাদ্রাসার সংখ্যাও কম নয়। যেগুলোতে দীনের উচ্চশিক্ষা অর্জনকারী অনেক ছাত্র রয়েছে। শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি বস্তির জন্য যদি দু'জন ছাত্রকে দায়িত্ব দেয়া হয়, তারা পুরো সপ্তাহ বিকালের দিকে একটি বোর্ড নিয়ে বস্তির বাচ্চাগুলোর সঙ্গে কাটাবে। পথশিশুদের আধা ঘণ্টা পড়াবে। তাহলে ভাবা যায়, শুধু ঢাকাতেই কত হাজার শিশু জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হবে?

আমাদের সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা এবং আমাদের সুস্থভাবে বাঁচার তাগিদেই এসব শিশুকে সুস্থ পথে ফিরিয়ে আনা জরুরি হয়ে পড়েছে। 'এ তো সৃষ্টির মহাসেবা'। আর সৃষ্টির সেবাই স্রষ্টার কাছে শ্রেষ্ঠ ইবাদত। এক্ষেত্রে আলেম-ওলামা ও মাদ্রাসা শিক্ষিতদের দায় সবচেয়ে বেশি। কারণ উম্মতের সর্বস্তরে জ্ঞানের আলো বিতরণ তাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। ব্যাপারটি তেমন কঠিনও নয়, একটি সহজ হিসাব করি। রাজধানী ঢাকার প্রতিটি মহল্লায় একাধিক মসজিদ ও মাদ্রাসা রয়েছে। কয়েকটি ওয়ার্ড মিলে দাওরা সমমানের মাদ্রাসার সংখ্যাও কম নয়। যেগুলোতে দীনের উচ্চশিক্ষা অর্জনকারী অনেক ছাত্র রয়েছে। শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি বস্তির জন্য যদি দু'জন ছাত্রকে দায়িত্ব দেয়া হয়, তারা পুরো সপ্তাহ বিকালের দিকে একটি বোর্ড নিয়ে বস্তির বাচ্চাগুলোর সঙ্গে কাটাবে। পথশিশুদের আধা ঘণ্টা পড়াবে। তাহলে ভাবা যায়, শুধু ঢাকাতেই কত হাজার শিশু জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হবে? শিক্ষার আলো থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত কচি মেধাগুলো শৈশবেই পাবে কোরআনি শিক্ষার নুরানি পরশ। এজন্য কি অনেক টাকা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন? আলেমদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এই ভাগ্যহারা শিশুদের সম্বন্ধে অবশ্যই আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। এ শিশুগুলোর কোমল মনে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সামান্য আলোও যদি পৌঁছানো যায়, তাহলে এ বিশ্বাস আমরা রাখতে পারি, বড় কোনো অপরাধে এরা জড়াবে না। আজ হাদিস পড়ানোর জন্য মুহাদ্দিসদের কোনো অভাব নেই, কিন্তু বস্তি ও পথশিশুদের কাছে গিয়ে আলিফ-বা-তা পড়ানোর মতো দরদি হৃদয়ের মানুষের বড়ই অভাব। আসুন না চেষ্টা করে দেখি তাদের জন্য কিছু করতে পারি কিনা? যদি তা না করি তবে আমাদের বড় বড় দালানের দারুল উলুম জামেয়া আলিয়া নামক সব শ্রেণীর মাদ্রাসাগুলোর feeder institution বা প্রান্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো হারিয়ে যাবে। কারণ সমাজে যারা সামান্য অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন তাদের সন্তানাদিকেই শিক্ষিত করার জন্য স্কুল-মাদ্রাসায় পাঠায়। আর যারা শিক্ষার কোনো ছোঁয়া পায়নি তারা তাদের সন্তানদের নিয়ে মাথা ঘামায় না, ফলে তারা নানা ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পরিবার ও সমাজকে অস্থিতিশীল করে তোলে। এক্ষেত্রে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে মাদ্রাসাগুলোও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। মাদ্রসার দায়িত্বশীলরা প্রতিটি ক্লাসে কিছু না কিছু ছাত্রছাত্রী পাবেন যারা সামাজিক কাজে আগ্রহী। পড়াশোনার ফাঁকে ছুটিছাটায় তাদের উদ্বুদ্ধ করা গেলে সুফল পাওয়া যাবে। আল্লাহ্ আমাদের তৌফিক দান করুন। আমিন।

মঈন চিশতী ফ্রিল্যান্স, *কলাম লেখক, গবেষক সমাজ চিন্তক ও ধর্মতাত্ত্বিক*